نحمده و نصلى على رسوله الكريم — و على عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক
আহমদী

ত্রয়োদশ বর্ষ — দ্বাবিংশ সংখ্যা

বার্ষিক মূল্য—৪৲ — প্রতি কপি—৵১৫

পত্র ও টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না।

৩০শা মাহে নবুয়ৎ—১৩২২ হিঃ, শঃ] — [৩০শা নবেম্বর, ১৯৪৩ ইং

বর্ত্তমান যুদ্ধ-পরিস্থিতি যতই পরিসমাপ্তির দিকে আসিতেছে
আহমদীয়া সম্প্রদায়ের তবলীগী জেহাদের সময়ও
ততই নিকটবর্ত্তি হইতে চলিয়াছে

হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহের (আইঃ) খোৎবা

১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৩ ইং শুক্রবার (ডেলহৌসী)

মর্ম্মানুবাদক—মৌলবী সৈয়দ সায়ীদ আহমদ (মোবাল্লেগ)

সূরে ফাতেহা পাঠ করার পর হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ (আইঃ) বলেন,—গতকল্য আমি যে সংবাদ পাইয়াছি তাহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বর্ত্তমান যুদ্ধে এক মহৎ ও দায়ীত্বপূর্ণ আবর্ত্তন পরিবর্ত্তনের সমগ্রীর উদ্ভব করিয়া দিয়াছে। কারণ রেডিও যন্ত্রের সাহায্যে জানা গিয়াছে যে গতকল্য প্রাতে ইটালী আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ইহাতে আমি অতিশয় আনন্দ পাইয়াছি। কারণ এক দিকে যেমন আমার ১৯৪০ ইং সালের স্বপ্ন যাহাতে শত্রু পক্ষির সৈন্যের পশ্চাৎ অপসরণ ও ইটালির পরাজয় দেখিয়াছিলাম, তাহা পূর্ণ হইয়াছে এবং অন্য দিকে ঐ দেশের মোবাল্লেগ যাহাকে আমরা ইতিপূর্ব্বেই অবসর করিয়া দিয়াছিলাম কিন্তু তিনি যুদ্ধের কারণে যথাসময় দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। এই নিমিত্ত তাহাকে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করাইবার দায়ীত্ব আমাদের উপরই ন্যাস্ত রহিয়া গিয়াছে—আল্লাহ তায়ালা ইহাতে তাহারই সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন; অথবা ভবিষ্যতে তবলীগের দ্বার আরও প্রশস্ত হওয়ার জন্য যুদ্ধের অবস্থা এরূপ ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল যে ঐ সময় তাহার দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহাতে আমাদের এক প্রকারের লাভই হইয়াছে। ইহার ফলে তিনি ঐ স্থানে দীর্ঘকাল থাকিয়া ঐ দেশের ভাষা ভাল করিয়া আয়ত্বাধিন করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। যদ্বারা ঐ দেশের ভাষা শিখিবার পথ অন্যান্য মোবাল্লেগগণের জন্য অতিশয় সহজসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল কারণে আমি মনে করি যে এই ঘটনা আমাদের দায়ীত্বের গুরুত্বকে অতিশয় বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে।

পৃথিবীতে আবর্ত্তন পরিবর্ত্তন যুগেযুগে আসিয়াই থাকে কিন্তু মানুষ ইহাকে কখনও সাগ্রহে, কখনও ভয়ে, কখনও তাড়াতাড়ি করিয়া, কখনও কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া আলিঙ্গন করিয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগের অবস্থা তদ্রুপ নহে। এক এক দিন বিলম্ব করা আমাদের জন্য মারাত্মক বিষের সমতুল্য। বর্ত্তমানে পৃথিবীতে এরূপ আবর্ত্তন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে যাহার প্রতি অবিলম্বে লক্ষ্য না করিলে, আমাদের উন্নতির পথে এরূপ প্রতিবন্ধক গড়িয়া উঠিবে যাহার জন্য আমাদিগকে শত শত গুণ বেশী ত্যাগ বা কোরবানী করা প্রয়োজন হইবে। কারণ যখন আল্লার ভীতি জন সাধারণের হৃদয়কে প্লাবিত করিয়া ফেলে তখন প্রচারের কার্য্যে আলস্য প্রযুক্ত শৈথিল্যতা অবলম্বন করিলে নিতান্তই অসতর্কতা ও মূর্খতার পরিচায়ক হইবে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে জার্ম্মান, ইংলণ্ড ও রুষ রাজ্যে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুর কবলে পতিত হইয়াছে। এক মাত্র ইটালীতেই শতকরা পাঁচ জন করিয়া মরিয়াছে কিন্তু কোন কোন দেশ এরূপও আছে যাহাতে শতকরা দশ, পনর, বিশ পর্য্যন্ত নরহত্যার সংখ্যা প্রসার লাভ করিয়াছে। ইহা অসম্ভব নহে যুদ্ধের পরও নরহত্যার লীলা খেলা আরও কিছুকাল উন্নতির পথে বিচরণ করিতে থাকিবে। কারণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে লোক একভাবে মৃত্যুকে বরণ করিয়া থাকে কিন্তু যুদ্ধের পর গুপ্তচর ও স্বাধীনতার প্রচেষ্টাকারীর হত্যা করা হইয়া থাকে, এই যুদ্ধের পরও তাহাদের পরিমাণ সহস্র সহস্র ও লক্ষ লক্ষ সংখ্যাকে

অতিক্রম করিতে পারে। ইহা ছাড়া নানারূপ ব্যাধি ও দুর্ভিক্ষের প্রপীড়নে বহু লোককেই ইহ জগত পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই সকল বিভীষিকাময় দৃশ্যের ভিতর দিয়া যে সকল দেশে শতকরা বিশ জন হিসাবে লোক ক্ষয় হইবে ঐ সকল দেশে জন সাধারণের হৃদয় কিরূপ ভাবে আতঙ্কিত হইয়া উঠিবে তাহা ভাবিলে, আমাদের হৃদয় শিহরিয়া উঠে।

কাদিয়ানে প্রায় চৌদ্দ হাজার লোকের বাস। উহাদের মধ্যে কোন এক সময় ৭ জন লোক কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া ৫ জন লোক ইহ জগত হইতে চির বিদায় গ্রহণ করে। ইহাতেই চিঠি পত্রে, টেলিগ্রাম ও টেলিফোনে যে ভাবে আতঙ্ক প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তখন জন সাধারণের মধ্যে এক মহা অশান্তি বিরাজ করিতেছিল। চৌদ্দ হাজার লোকের মধ্যে ৫ জনের মৃত্যু হওয়ার অর্থ হইল সোয়া দুই হাজারের মধ্যে একজন এবং যে সকল স্থানে শতকরা ২০ জনের মৃত্যু হইয়াছে তাহার অর্থ হইল প্রত্যেক ৫ জনের মধ্যে এক জনের মৃত্যু হওয়া। ইহাতেই স্পষ্টরূপে অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে যে ঐ সকল স্থানে কিরূপ আতঙ্ক ও অশান্তি বিরাজ করিতেছে।

যে সকল দেশের কার্য্যকারী লোকের মধ্যে অধিকাংশ লোকই মারা গিয়াছে ঐ সকল দেশের অবস্থা কতদূর শোচনীয় ও ভয়াবহ তাহা ইহা দ্বারাই অতি সহজে উপলব্ধী করা যাইতে পারে। কারণ কার্য্যকারী লোকের সংখ্যা দেশের মোট বসতির মধ্যে শতকরা ২০।২৫ জনের বেশী হয় না। সুতরাং এই মহা প্রলয়াকার মহামারীর অর্থ এই হয় যে, কার্য্যকারী লোকের মধ্যে শতকরা ৮৫ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বৃদ্ধ লোকদের মধ্যেও কার্য্যকারী লোক আছে—যদি কার্য্যক্ষম বৃদ্ধ লোকদিগকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয় তবে ৮৫ জনের মধ্যে ৭০ জনে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। ইহা এমনই ভীষণ অবস্থা যে কোন পার্থিব বস্তুই এমতাবস্থায় অস্তিত্ব ধারণ করিতে পারে না।

ইউরোপ এমন একটি দেশ যাহার অধিবাসীরা দিবারাত্র আমোদ প্রমোদে লিপ্ত ও মাদক দ্রব্যের প্রতি অতিশয় আসক্ত। ধর্ম্মের প্রতি তাহাদের কোন প্রকার লক্ষ্যই নাই। তাহারা বর্ত্তমান যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পরেই ইহার ভীষন ধ্বংশ লীলার প্রতাপে ভীত হইয়া ধর্ম্মের প্রতি মতিমান হইতে পারে কিন্তু অল্প সময়ে তাহাদের প্রতি ঐরূপ আশা করা যাইতে পারে না। এই দেশ ধর্ম্ম বিষয়ে এত উদাসীন যে কেহ ধর্ম্ম বিষয়ে কোন প্রকার বক্তৃতা প্রদান করিলে তাহা শ্রবনের জন্য তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার আগ্রহ ও আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রথমতঃ তাহারা শুনিতেই প্রস্তুত নহে, আর যদি তাহারা শুনিতে প্রস্তুতও হয় তথাপি তাহা শ্রবণান্তে তাহার ভাল মন্দের প্রতি তাহাদের অন্তরে কোন প্রকার সমালোচনার উদ্রেক হয় না। কারণ তাহারা বক্তাকে পাগল ও বক্তৃতাকে কাল্পনিক ও অসারযুক্ত এবং মিথ্যা বলিয়া মনে করে। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের বিভীষিকাময় দৃশ্যের প্রভাবে তাহাদের জীবনের অবস্থাকে অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে এবং আল্লার প্রভাবে প্রভাবান্বিত বলিয়া উপলব্ধী করা যাইতেছে।

এই মহা সুযোগকে উপেক্ষা করা আমাদের পক্ষে সমিচিন হইবে না। এই সুযোগ হইতে উপকার লাভ করার জন্য এক বৎসর বা দুই বৎসরের মধ্যেই আমোদের তবলীগী প্রস্তুতিকে সমাপ্ত করিয়া লইতেই হইবে, যেন যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তবলীগের সহযোগীতায় তাহাদের মধ্যে স্বর্গীয় শিক্ষা বিস্তারে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করা যাইতে পারে। অতএব এই সুযোগে অর্থবলে ও তবলীগী পুস্তক পুস্তিকা, এস্তেহার ও বিজ্ঞান দ্বারা ধর্ম্মের আন্দোলনে তাহাদিগকে মুখরিত করিয়া তুলিতেই হইবে, যেন যুদ্ধের পর চারি বৎসরের ভিতর ভিতরই ধর্ম্মের প্রতি তাহাদের আন্তরিক গতিকে আকর্ষন করা যাইতে পারে। কারণ যুদ্ধের বিভিষিকাময় দৃশ্য তাহাদের অন্তরকে দুর্ব্বল করিয়াছে, আল্লার ভীতি তাহাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। আমরা যদি যুদ্ধের পর তবলীগের প্রস্তুতি আরম্ভ করি তবে হয়তো আমাদের প্রস্তুত হইতে হইতেই তাহাদের অন্তর পুনঃ শক্ত হইয়া যাইতে পারে ও যুদ্ধের বিভীষিকাময় দৃশ্যের চিত্র তাহাদের স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া যাইতে পারে এবং নব নব দুষ্ট বুদ্ধির প্ররোচনায় ধর্ম্মের কাহিনী তাহাদের নিকট নিরস হইয়া যাইতে পারে। পক্ষান্তরে তাহারা এশিয়াবাসীকে ধর্ম্মের পাগল বলিয়া উপহাস করিয়াই থাকে। অতএব তাহাদের মন শক্ত হইবার পূর্ব্বেই ধর্ম্মের সুসমাচার তাহাদের নিকট প্রচার করিয়া কতক লোককে ধর্ম্মের আয়ত্বাধিন করিয়াই লইতে হইবে। ইহার পর যখন তাহারা দেখিবে যে তাহাদেরই স্বদেশবাসী, সহকর্ম্মী সহধর্ম্মী ভাই বন্ধুগনের মধ্যে কতক লোক ধর্ম্মের উপাসক হইয়া গিয়াছে, তখন ধর্ম্মের সেবকগণকে পূর্ব্বের মত পাগল বলিয়া মনে করিতে প্রয়াস পাইবে না বরং ধর্ম্মের কাহিনীকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিবে ও ভালমন্দ বিচার করিতে বাধ্য হইবে।

মূল কথা এই যে যুদ্ধ যতই শেষ হইয়া আসিতেছে আমাদের কর্ত্তব্য ও দায়ীত্ব ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। তবলীগের জন্য যে ময়দান আল্লাহ তায়ালা প্রস্তুত করিতেছেন তাহা চারি পাঁচ বৎসরের বেশী স্থিতি লাভ করিবে না।

বিগত মহা সমর ১৯১৪ ইং সালে আরম্ভ হইয়া ১৯১৮ ইং সালেই সমাপ্ত হইয়া ছিল। ইহার পর ১৯২৪ ইং সালে আমি লণ্ডন যাত্রা করি। তখন আমি তাহাদের মধ্যে বিগত মহাসমরের প্রভাব অতি সামান্যই উপলব্ধী করিয়া ছিলাম। কারণ তাহা বহু পরিমানেই তাহাদের অন্তরে হ্রাস পাইয়াছিল। বিগত মহাসমরের ফলে ঐ দেশবাসীর অন্তরে ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করে নাই বরং মানুষের স্বল্পস্থায়ী জীবনকে আমোদ প্রমোদে ও ভোগ বিলাসে কাটাইবার উপায় উদ্ভব করিতে লিপ্ত করিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি যে ভাবে তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে তাহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে এই যুদ্ধের পর ইউরোপবাসীরা ধর্ম্মের প্রতি আসক্ত হইতে বাধ্য হইয়া পড়িবে। কারণ বিগত মহা সমরে যে পরিমান খরচ হইয়াছিল উহার তুলনায় এই যুদ্ধে অনেক বেশী খরচ হইয়া গিয়াছে। ইংরাজদের খরচ গত যুদ্ধে যাহা হইয়াছিল বর্ত্তমান যুদ্ধে তাহার দ্বিগুণ পরিমানে হইয়া গিয়াছে এবং যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তিন চারিগুণ খরচে পরিনত হইয়া যাইবে বলিয়া অনুমিত হয়। আমেরিকার খরচ বিগত মহাসমরের খরচের তুলনায় দশগুণ হইয়া গিয়াছে। অঙ্ক শাস্ত্রে যে অর্ব্বুদ সংখ্যা গননা করা হইত তাহা যে কোন সময় পৃথিবীর কাজে ব্যবহৃত হইবে তাহা কাহারও চিন্তা ধারায় আসে নাই কিন্তু এখনতো খর্ব্ব সংখ্যাও পৃথিবীর কাজে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আজ কাল যুদ্ধের খরচের সংখ্যা পড়িতে হৃদয় কম্পিত হইয়া যায় কারণ ইহার ফলে যুদ্ধের পর অদূর ভবিষ্যতেই পৃথিবীর আর্থিক অবস্থা যে কতদূর সূচনীয় ও বিভীষিকাময় অবস্থায় পরিনত হইয়া যাইবে তাহা মানুষের চিন্তাধারায় সঙ্কোলন হইতে পারে না। সুতরাং এই মহাযুদ্ধের পর ইউরোপ বাসীকে কিছুকালের জন্য ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইতেই হইবে।

ইহা এমনই শুভ দিন যাহাকে আল্লাহতায়ালা ইসলাম প্রচারের জন্য ধার্য্য করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং এই মহাসুযোগ অতিবাহিত হওয়ার পূর্ব্বেই আমাদিগকে তবলীগের জন্য প্রস্তুত হইয়া যাইতেই হইবে। তাই আহমদীয়া সম্প্রদায়ের দায়ীত্ব দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। অতএব আহমদীয়া সম্প্রদায়ের যুবকবৃন্দের কর্ত্তব্য যে তাহারা ধর্ম্মের সেবার জন্য নিজ নিজ জীবনকে

উৎসর্গ করে। এবং তহরীকে জদীদে যাহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, এই বৎসরে যাহাদের বকেয়া রহিয়াছে তাহা অবিলম্বে আদায় করিয়া ফেলুন। এখন অতিশীঘ্রই তহরীকে জদীদের নূতন বর্ষ আরম্ভ হইবে। ইহা এই আন্দোলনের শেষ বর্ষ হইবে। এইজন্য দায়ীত্ব হিসাবেই হউক আর শেষ বর্ষ হিসাবেই হউক এই বর্ষে বিশেষ চেষ্টা ও যত্নের সহকারে অগ্রসর হইতেই হইবে। ইহার পর যে নূতন আন্দোলন আরম্ভ হইবে তাহার রূপ যে কি প্রকার হইবে তাহা কাহারও জানা নাই তাহা আল্লাতালাই জানেন তিনিই তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন। সুতরাং আর্থিক হিসাবেই হউক আর সময় হিসাবেই হউক আমাদিগকে তবলীগের প্রস্তুতি আরম্ভ করিয়াই দিতে হইবে। যুবক দিগের মধ্যে ধর্ম্মের প্রেম জাগাইয়া তুলিতে হইবে যেন তাহারা এখন হইতেই প্রস্তুতি আরম্ভ করিয়া দেয়। যখন ইসলাম প্রচারার্থ কর্ম্ম ও ত্যাগের সময় আসিবে তখন যেন কোন প্রকারের দোষ ত্রুটি উদ্ভব না হয় এবং এই প্রস্তুতি ফল প্রদ ও কার্য্যকারী হইয়া যায়।

এই যুদ্ধের পরিনতিতে আল্লার যে অপূর্ব্ব আশীষ লুকায়ীত রহিয়াছে, তাহা আমার ১৯৪০ ইং সালের স্বপ্নে নিহিত আছে, এই স্বপ্ন আমি শিমলায় চৌধুরী জফরুল্লা খাঁ সাহেবের কুঠিতে অবস্থান কালে দেখিয়াছিলাম তাহারই একাংশ ইটালী পরাজিত হইয়া এই সেপ্টেম্বর মাসেই পূর্ণ করিয়াছে।

দেবগ্রামে বিরাট সভা

বিগত ১৪ই অক্টোবর ১৯৪৩ ইং দেবগ্রাম নিবাসী আহমদীদের উদ্যোগে একটি তবলীগী সভা হইয়া গিয়াছে। এই সভায় স্থানী আহমদী ও গয়ের আহমদীগন সাদরে যোগদান করিয়াছিলেন। সভার কার্য্য প্রেমারচর নিবাসী মৌলবী তালেব হুসেন সাহেবের সভাপতিত্বে অপরাহ্ন ২ ঘটিকা হইতে আরম্ভ হয় এবং সন্ধ্যা ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য চলিতে থাকে। সভায় মৌলবী হায়দর আলী সাহেব, মৌলবী মোহম্মদ সায়ীদ সাহেব, মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব, লেফটেনেন্ট সর্দ্দার নাজির হুসেন সাহেব পাঞ্জাবী ও মৌলবী মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী সাহেব যথাক্রমে মসিহে মাওউদ (আঃ) এর সত্যতার লক্ষণ, বয়েতের প্রয়োজনীয়তা, হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ)কে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা, হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ)কে গ্রহণ না করার ফলে বিশ্বব্যাপি আজাব ও হজরত মোহম্মদ (সাঃ)এর পর নবীর আবির্ভাব ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া জনসাধারনের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছেন।

সর্ব্বধর্ম্ম প্রবর্ত্তক দিবস উপলক্ষে

কলিকাতায় বিরাট জন সভা

মৌলবী দৌলত আহমদ খান সেক্রেটারী কলিকাতা সিটী আঞ্জুমনে আহমদীয় জানইয়াছেন যে কলিকাতায় আহমদীয়া সম্প্রদায়ের উদ্যোগে পঞ্চম বার্ষিক সর্ব্বধর্ম্ম প্রবর্ত্তক দিবস উপলক্ষে ৭ই নবেম্বর রবিবার বেলা অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় ওয়ালিংটন স্কোয়ারে এক বিরাট জন সভার অনুষ্ঠান হইয়াছে। বাঙ্গলার গভর্ণমেন্টের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী শ্রীযুত সন্তোষ কুমার বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সভায় বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম্মের বহু লোক সমাগম হইয়াছিল।

বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণ সভায় হিন্দুধর্ম্ম ভারতস্থ ধর্ম্ম, খৃষ্টান, ইসলাম ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ও ধর্ম্ম সংস্কারকের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং এইরূপে প্রতিবৎসর বিভিন্ন জাতির মিলনের সুযোগ করিয়া ঐশী প্রেম ও বিশ্ব মানবতার মঙ্গলানুষ্ঠান ও সত্যের প্রচারের জন্য আহমদী জমাতকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং বক্তাগণ ঐশীপ্রেম ও জন সেবার প্রতি বিশেষ করিয়া বাঙ্গলার এইরূপ দুর্দ্দশার দিনে যখন সহস্র সহস্র মানব সন্তান প্রতি সপ্তাহে অন্নাভাবে মৃত্যুর কবলে পতিত হইতেছে সর্ব্বসাধারণের মনোযোগ আকর্ষন এবং মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা ও দুর্দ্দশাগ্রস্থ মানবের প্রতি সহানুভূতি ঐশী প্রেমের পরিচায়ক এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে জোর দিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে বলিয়াছেন সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা যাহা আমরা জগতের বিভিন্ন ধর্ম্ম হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকি তাহা এই যে বিশ্ব মানবতার সেবাই প্রকৃত পক্ষে ঐশী উপাসনা। জন সেবাই যে বড় উপাসনা এই কথাটা আজ হৃদয়ঙ্গম করিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে বড় রকমের ধর্ম্ম পালন হইবে।

তারপর শ্রীযুত বসু মহাশয় আরো বলেন এই ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম্ম যে কৃতীর ও সভ্যতার ভাবধারা প্রবাহিত করিয়াছিল তাহাতে দেশের মধ্যে ধর্ম্ম মতের সৃষ্টি হইয়াছিল কিন্তু আমাদের দেশ সাধারণতঃ সর্ব্ব জাতি ও ধর্ম্মের মিলন ক্ষেত্ররূপে নিজকে প্রমাণিত করিয়াছে এবং জগতের বিভিন্ন বড় বড় ধর্ম্মের পরস্পরের মধ্যে বুঝাপড়া করিবার সুযোগ দিয়াছে।

মিষ্টার আর্দ্দেশের দিনশা বি, ই, জরতস্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, জরতস্তের বাণী ছিল এক ঈশ্বরকে বিশ্বাস করা তাহার শিক্ষামতে মানুষের শান্তি নির্ভর করে আত্মীক পূর্ণতা লাভের উপর এবং সৎ চিন্তা সৎ কথা, সৎ কাজ দ্বারাই ইহা লাভ করা যাইতে পারে বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মিষ্টার ডি, এন, ডব্লিও, পদ্ম পুরান মহাশয় গৌতম বুদ্ধ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, গৌতম বুদ্ধ রাজচিত সুখ পরিহার করিয়া মানুষের দুঃখ ও কষ্ট যাহা মানুষের নিজের চিন্তা ও কর্ম্মফল স্বরূপ উদ্ভব হইয়া থাকে, কি করিয়া দূর করা যায়, গৌতম বুদ্ধ ইহা আবিষ্কার করিয়াছেন। বর্ত্তমান চিন্তা ধারার (২৫০০ দুই হাজার পাঁচশত) বৎসর পূর্ব্বে তিনি এই কথা আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

মিষ্টার সুহৃদ কুমার বসু জ্যোতিঃভূষণ এফ, টি, এস, বর্ত্তীয় থিয়োছফিকেলে সোসাইটি শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ভাগবত গীতায় শ্রীকৃষ্ণ মানুষকে পূর্ণভাবে ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং তাহাদের জীবনকে কর্ম্মময় জীবনে পরিণত করিতে এবং তাহাদের স্বধর্ম্মের নির্দ্দেশানুযায়ী ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য সহকারে মানব সেবার অনুপ্রেরণার কৃষ্টিই সাধনাকে ব্রত করিয়া লইতে এবং সম্পূর্ণ ভাবে কপটতা ও স্বার্থপরতা পরিহার করিতে যাহা গীতায় কর্ম্মযোগ নামে কথিত হইয়াছে উপদেশ দিয়াছেন, বক্তা বলিয়াছেন গীতার আদর্শ বিশ্বজনীন। উপসংহারে বক্তা আহমদীয়া সম্প্রদায়কে আন্তরিক ধৈন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন, এই মহা এবং সুফলপ্রসূ উচ্চ ভাবধারা ও অনুপ্রেরণা পূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য।

Regd. No. C.—1356

The Fortnightly Ahmadi

4, Bakshi Bazar Rd., Dacca

Dated, the 30th November 1943.

মিষ্টার জে, কে, বিশ্বাস এম, এ, জে, পি, যীশুখৃষ্ট সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যীশু খৃষ্টের সময়সাময়ীক পেলেষ্টাইনের অবস্থা কিরূপ ছিল এবং তখনকার রুমীয় গভর্ণমেন্টের অত্যাচার হইতে উদ্ধারের জন্য ইহুদীরা কি রকম আশা পোষন করিতেছিল এবং যখন যীশুখৃষ্ট তাহাদের আশায় বিপরীত অবস্থায় প্রকাশিত হইলেন স্বর্গ রাজ্যের বাণী প্রচার করিলেন এবং ইহুদীদিগকে স্বরাজ প্রদান করিলেন না তখন তাহারা কিরূপ নিরাশ হইয়াছিল, এবং তাহারা যীশুখৃষ্টের বিরুদ্ধে কিরূপ ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এমন কি তাঁহাকে ক্রুশে পর্য্যন্ত বিদ্ধ করিয়াছিল, বক্তা বলেন যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না যীশুখৃষ্টের শান্তির শিক্ষা কার্য্যে পরিণত ও জগতে প্রচলিত হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত জগতে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না, অতএব মানবতার উপলব্ধি জাগ্রত, ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানুষের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

কুমারী সরদেন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, হজরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (ছাঃ) সম্বন্ধে বলেন, ইসলাম অর্থ শান্তি আল্লহতে আত্ম নমর্পন যেহেতু আল্লার সালাম গুণই সমস্ত শান্তির উৎস। ব্রহ্ম শব্দটি ও প্রতিদ্বন্দীহীন এক সর্ব্বোচ্চ সত্বাকে বুঝায়। বক্তার মতে অবতার শব্দের অর্থ অতিমানব স্বয়ং ভগবানের মানব দেহে অবতরণ নহে। তিনি কাদিয়ানের আহমদ (আঃ)কে বিশ্বাস করেন যে তিনিও একজন অবতার ছিলেন এবং তিনি এক নূতন জগত সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, নবিদিবস এবং সর্ব্বধর্ম্ম প্রবর্ত্তক দিবস সভা করিবার প্রচলন করিয়া বক্তার মতে রামকৃষ্ণ পরম হংসের ভারতবর্ষে মিলনের এই রকম প্রবল স্রোত প্রবাহিত হয় নাই। অতপর বক্তা ইসলামি শিক্ষার বাস্তবতা ও প্রাকৃতিক হওয়া দৃষ্টান্ত পেশ করেন, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া রোজা রাখার শতকরা ২৷৷০ টাকা জাকাত দেওয়া প্রত্যেক আমদানি হইতে কিছু অংশ দরিদ্রের মহলের জন্য দান করা মক্কায় হজকরা ইসলামের সাম্য ও মৈত্রি। জগতের ৬ কোটি মুসলিম হজরত মোহাম্মদের (দঃ) আধ্যাত্মিক প্রভাবের এক নিদর্শন। উপসংহারে বক্তা হজরত মোহাম্মদের (দঃ) দরিদ্রের সেবা সম্বন্ধে শিক্ষার কথা বলেন।

হজরত মোহাম্মদ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে গিয়া আহমদি মিশনারী মৌলানা জিলুর রহমান সাহেব বলেন, হজরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (ছাঃ) এমন সময় প্রকাশিত হইয়াছিলেন যখন জগতের মানুষ বিভিন্ন জাতিতে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত ছিল, এবং জগতের ভৌলিক অবস্থা ও বিশ্বজগতের সমস্ত জাতি সমূহের মিলনের প্রতিকুল ছিল, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এমন সময় আবির্ভূত হইয়া সমগ্র জগতবাসীকে এক মহা জাতিয়তার দিকে আহ্বান করেন এবং বিশ্বের সকল মানুষকে নিয়া এক জাতি গঠনের উপযোগী পূর্ণ শিক্ষা সম্বলিত একটা কমপ্লীট কোর্স পেশ করেন, ইহাই কোরান। ইসলামের শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তা বলেন ইসলাম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সমাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক সাম্যের যাবতীয় কানুন প্রদান করিয়াছে, এবং সৃষ্টা যেন বিশ্বের সকল মানুষকে একত্র করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন এমন অবস্থায় উৎপত্তি করিয়াছেন।

মৌলভী সৈয়দ বদরুদ্দুজা কলিকাতা কর্পরেশনের মেয়র হজরত মোহাম্মদ মুস্তাফা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন হজরত মোহাম্মদ শয়তানী শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠাতা করিয়াছেন। বন্দুকের সাহায্যে ভীতি প্রদর্শন করিয়া ইসলামধর্ম্ম প্রচার করা হয় নাই। সাম্য ও মৈত্রির দৃঢ় প্রসারী শক্তি ইহার পবিত্রতা ও মহত্বের মধ্যে নিহিত ছিল। দেশভক্তির সঙ্কীর্ণতা ও ভেদবুদ্ধির প্রভাবান্বিত জাতিয়তাকে ইসলাম কখনও স্থান দেয় নাই। ক্ষুধিত ও পীড়িত মানবজগত এবং তাহার অনাচ্ছাদিত মাতা ভগিনীগণের দুর্দ্দশার কথা তুলিয়া বক্তা সমগ্র জনমণ্ডলীকে অনুনয় করিয়া বলেন যে আজ জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলকে এই অবরোধী অবস্থার সমাধান করিতে হইবে। ক্ষুধিতকে সাহায্য করা আর ভগবানের সেবা করা একই।

স্বামী সম্পূর্ণানন্দ হিন্দুজাতি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে সহস্র নরনারী প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে সেই সময়ে ভারতবর্ষকে মনুষ্যচিত্ত গুণ শিক্ষা দিবার জন্য পৃথিবীর দুঃখ দারিদ্র দূর করিবার জন্য ও ভারতবাসীকে উন্নত করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ব্যক্তির একান্ত প্রয়োজন।

আহমদীয় আন্দোলনের নেতা হজরত আহমদ (তাহার উপর শান্তিবর্ষিত হউক) সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গে কলিকাতা আহমদীয়া সম্প্রদায়ের সহকারী মিঃ ডি, এ, কে খাদিম বলেন যে হিন্দু, মুসলমান খৃষ্টান, পার্শী এবং অন্যান্য জাতির প্রেরিত মহাপুরুষগণের বাণী সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য হজরত আহমদের আগমন। তাই তিনি একাধারে মুসলমানদের মাহদী খৃষ্টানদিগের মেসায়াহ, হিন্দুদিগের কৃষ্ণ এবং অন্যান্য জাতি আকাঙ্ক্ষিত পুরুষ। বক্তা হজরত আহমদের জাতিগ্রাহ্য নীতির কথা উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দেন যে আহমদীয়া কিরূপে সমগ্র জাতির প্রেরিত মহাপুরুষগণকে শ্রদ্ধা করেন। তিনি আরও বলেন যে এই রুদ্র গোপালকেই অনুসরণ করিয়া ভারত তথা সমগ্র পৃথিবী পবিত্রতা ভগবানের ভীতি মানব প্রেম প্রভৃতি সৎগুণের অজেয় অস্ত্রে রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া বিশ্বগ্রাসী পাপকে দমন করিতে পারিবে।

হজরত আহমদ সম্বন্ধে মৌলভী ছলিম সাহেব বক্তৃতাকালে বলেন যে রক্ত পিপাষু মাহদীর আগমনবার্ত্তা হিন্দু মুসলমানের মিলনের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু হজরত আহমদ (ছাঃ) এই বিশ্বাস যে পবিত্র কোরান শরীফের নীতি সহভূত, তাহা প্রমান করেন। পবিত্র কোরান বলে ধর্ম্মে উৎপীড়ন বলিয়া কোন বস্তু নাই। তৎপরে বক্তা হজরত আহমদের (ছাঃ) প্রদত্ত হিন্দু মুসলমানের মিলনের উপায়গুলি বর্ণনা করেন।

(a) কোন ধর্ম্ম অপর ধর্ম্মকে উপহাস করিবে না, কারণ এই রকম বস্তু উপহাসীর নিজধর্ম্মেও থাকিতে পারে।

(b) বিভিন্ন ধর্ম্মবলম্বী ব্যক্তিগণ নিজেদের বিশ্বাসযোগ্য পুস্তক গুলির তালিকা প্রকাশ করিবেন যাহা অন্য ধর্ম্মের ব্যক্তিগণ সমালোচনা করিতে পারিবে।

(c) যদি অন্যান্য ধর্ম্মের নীতির উপর আক্রমণ উঠিয়া যায় তবে সর্ব্বোত্তম হইবে। সকলে শাস্ত্রীয় ধর্ম্মের মহত্ব ও সৌন্দর্য্যের গুণগানে লিপ্ত থাকিবে।

(d) ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে ঐ অংশটুকু ভিতরে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। যাহাতে হিন্দু মুসলেম রাজাদের উৎপীড়নের ও অত্যাচারের কথা লিপিবদ্ধ হইয়া উভয় জাতির পরস্পরের মধ্যে ঘৃণাও বিদ্বেষের ভাব সৃষ্টি করিয়াছে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণ এইরূপ বিষাক্ত অবহাওয়া হইতে মুক্ত থাকিতে পারে।

(e) গোহত্যা নিবারণ সম্বন্ধে বক্তা বলেন যে হজরত আহমদ আরও প্রস্তাব করিয়াছেন যে যদি দশ সহস্র হিন্দু চুক্তি সহকারে ইসলামের পবিত্র প্রেরিত মহাপুরুষকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে শ্রদ্ধা করে যেরূপ শ্রদ্ধা তাহারা রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া থাকে তাহা হইলে গোহত্যা ও মুসলমানদের পক্ষ হইতে বন্ধ হইয়া যাইবে এইরূপ চুক্তিতে দশহাজার মুসলমানও দস্তখত করিবে বলা হইয়াছে কারণ দশহাজার ব্যক্তির মনোনীত চুক্তি একটা জাতির চুক্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে, এবং এই চুক্তি ভঙ্গ করিলে ও লক্ষ টাকা দণ্ড দিতে হইবে ইহা কোন অন্যায় প্রস্তাব নহে, কারণ আহমদীয়া রাম এবং কৃষ্ণকে ভগবানের প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া মনে করে।

(f) সভাপতিকে শ্রদ্ধা নিবেদন পূর্ব্বক বেলা সাড়ে সাত ঘটিকার সময় এই বিপুল জন-সমাগমপূর্ণ অধিবেশন সমাপ্ত শেষ হয়।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published & Edited by Abdur Rahman Khan B. L. from the War Printing Works, Wari, Dacca, (Bengal).